November
2023

Newspaper Clips

Based on

Times of India | The Hindu | Economic Times | Financial Express | The Telegraph | Deccan | The Statesman | The Tribune | The Asian Age | Aajkaal | Anandabazar Patrika | Ekdin | Sanmarg | Eisamay | Business Line | Sangbad Pratidin

Chittaranjan National Cancer Institute

CNCI Library

আনন্দবাজার পত্রিকা

Date: 01.11.2023

ভোল বদলাচ্ছে ক্যানসার, লড়ে যাচ্ছেন বিজ্ঞানীরা- আনন্দবাজার পত্রিকা, 1st November 2023

ভোল বদলাচ্ছে ক্যানসার, লড়ে যাচ্ছেন বিজ্ঞানীরা

কেউ লড়ে চলেছেন গবেষণাগারে। রোগীকে মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরিয়ে আনার অদম্য জেদ দেখাচ্ছেন কেউ। কেউ প্রিয়জনের হাতে হাত রেখে ভরসা জোগাচ্ছেন। আজ 'ক্যানসার কেয়ারগিভার ডে'।

সহযোদ্ধা

সায়ন্তনী ভট্টাচার্য

ক্যানসার। শব্দটা শুনলে তার পরেই যা মাথায় আসে, তা হল মৃত্যু। এই মৃত্যুকেই চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিতে গবেষণা চলছে বিশ্ব জুড়ে। হাজার হাজার কোটি ডলার ব্যয় করে সন্ধান চলছে ওষুধের। যদিও পরিসংখ্যান বলছে, 'ক্লিনিক্যাল ড্রাগ ডেভেলপমেন্ট' বা ওষুধ তৈরি ৯০ শতাংশ ক্ষেত্রেই ব্যর্থ। ল্যাবের পরীক্ষায় পাশ করলেও শেষমেশ মানবদেহে সে ওষুধ সাফল্যের মুখ দেখে না। বাকি ১০ শতাংশ পাশের হারেও যা রয়েছে, তা শুধুমাত্র ক্যানসারকে যুঝতে সাহায্যকারী ওষুধ বা চিকিৎসা ব্যবস্থা। এ অবস্থায় ভুলের মধ্যে থেকে ঠিক পথের সন্ধানী গবেষকেরা। তৈরি হচ্ছে নয়া গবেষণা ও চিকিৎসা-প্রযুক্তি 'অর্গানয়েড', 'হিউম্যানয়েড মাউস', 'টার্গেটেড থেরাপি'। গবেষকেরা বলছেন, এই লড়াই শেষ হওয়ার নয়, তবে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির হাত ধরে ক্যানসার গবেষণা-চিকিৎসা এগোচ্ছে।

ক্যানসারের ইতিহাস ঘাঁটলে জানা যায়, ডাইনোসরের জীবাশ্মেও ক্যানসারের চিহ্ন মিলেছে। ১৫০০ থেকে ১৬০০ খ্রিষ্টপূর্ব, মিশরের প্যাপিরাসে ক্যানসারের উল্লেখ পাওয়া যায়। মানবদেহে ক্যানসারের কথা প্রথম নথিভুক্ত হয়েছিল ২৭০০ বছর আগে। হাজার হাজার বছরেও এই রহস্যের সমাধান হয়নি। তবে গত দশ বছরে অন্ধকারে কিছুটা হলেও আলোর দেখা মিলেছে।

'ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব বায়োমেডিক্যাল জিনোমিক্স' (এনআইবিএমজি)-এর ক্যানসার বিশেষজ্ঞ নিধান বিশ্বাস বলছেন, "দশ বছর আগে হলেও ক্যানসার-প্রশ্নের স্পষ্ট উত্তর ছিল না আমাদের কাছে। কিন্তু ২০১০ সালের পর থেকে ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে।" বিষয়টা এ রকম, ২০১০-এর আগে জিন সিকোয়েন্সিং করা হত না। নিধান বলেন, "ডায়াবিটিস ও চোখের অসুখের মধ্যে যতটা পার্থক্য, লিভার ক্যানসার ও স্তন ক্যানসারের মধ্যে পার্থক্য ততটাই। আবার একই ক্যানসারের বিভিন্ন সাবটাইপ রয়েছে। যেমন স্তন ক্যানসার। ট্রিপল নেগেটিভ স্তন ক্যানসার সবচেয়ে বেশি আগ্রাসী।" তিনি জানিয়েছেন, প্রতিটি ক্যানসারের জন্য দায়ী আলাদা আলাদা জিন পরিবর্তন। রোগীর শরীরে কোনও জিন খামখেয়ালি ব্যবহার করছে, সেটা জিন সিকোয়েন্সিং মারফত জানা জরুরি। তা হলেই রোগকে নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব। কারণ প্রতিটি ক্যানসারের চিকিৎসা আলাদা।

একই কথা বলছেন ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যানসার গবেষক দেবাঞ্জন ভট্টাচার্য। তিনি জানান, ফুসফুসের ক্যানসারের জন্য দায়ী ইজিএফআর (প্রোটিন)। প্যানক্রিয়েটিক ক্যানসারে দায়ী কে-র‍্যাস (জিন)। স্তনের ক্যানসারে ব্রাকা-১, ব্রাকা-২ জিন। কার শরীরে কোন জিন কারসাজি করেছে না জানলে ঠিক চিকিৎসা অসম্ভব।

একই সঙ্গে প্রয়োজন দ্রুত পদক্ষেপ। নিধান বলেন, "ভারতে মুখের ক্যানসারে আক্রান্তের সংখ্যা খুব বেশি। কোনও রোগী যদি এখন মুখে একটা ছোট্ট ঘা নিয়ে আসেন, গোড়াতেই জিন পরীক্ষা করে বলে দেওয়া সম্ভব, ওই ঘা ভবিষ্যতে ক্যানসারের আকার নেবে কি না। ভারতে সেই প্রযুক্তি এসে গিয়েছে। সে ক্ষেত্রে ক্যানসার ছড়ানোর আগেই তার প্রতিকার সম্ভব।" তিনি জানিয়েছেন, এই জিন-পরীক্ষার খরচ আগে লাখ খানেক টাকার ধাক্কা ছিল। এখন অনেকটাই কমেছে। ১৫ হাজার টাকাতেই সম্ভব।

দেবাঞ্জন জানান, কোলন ক্যানসার, প্যানক্রিয়াসের ক্যানসার— এগুলি খুব দেরিতে ধরা পড়ে। আমেরিকায় এখন কোলন ক্যানসার ধরার কিট পাওয়া যায়। কোনও ব্যক্তি নিজেই বাড়িতে এই কিটের সাহায্যে পরীক্ষা করতে পারেন। আমেরিকায় ক্যানসার আক্রান্তের সংখ্যা ঊর্ধ্বমুখী। নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে নিজের শরীরে উপর নজর রাখতে সেখানে এই পরামর্শই দিচ্ছেন চিকিৎসকেরা।

চিকিৎসার পাশাপাশি গবেষণা ক্ষেত্রেও বদল ঘটেছে। যেমন হিউম্যানয়েড মাউস বা জেনেটিক্যালি ইঞ্জিনিয়ারড মাউস। আমেরিকার হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানী অরিন্দম বসু জানান, আগে ইঁদুরের শরীরে ক্যানসার কোষ ঢুকিয়ে পরীক্ষা করা হত। এখন এমন ভাবে জেনেটিক্যালি ইঞ্জিনিয়ারড ইঁদুর তৈরি করা হচ্ছে, যার শরীরে জন্ম থেকেই ক্যানসার। ফলে গবেষণা আরও বাস্তবসম্মত হচ্ছে। এ ছাড়া অর্গানয়েডের সাহায্যে পরীক্ষা। অরিন্দম নিজেই ক্যানসার অর্গানয়েড নিয়ে পরীক্ষা করছেন। রোগীর শরীর থেকে ক্যানসার কোষ নিয়ে তা ত্রিমাত্রিক ভাবে বড় করে একটি 'মানব অঙ্গের' রূপ দেওয়া হয়। এবং তাতে গবেষণা করা হয়।

তবে ক্যানসারে সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধকতা 'মিউটেশন'। অস্তিত্ব রক্ষার লড়াইয়ে ক্যানসারও ভোলবদল করে চলেছে। ফলে যে ওষুধ আগে কাজ দিত, পরে আর তা কাজ করছে না। অরিন্দম বসুর কথায়, "ক্যানসারের জন্য দায়ী জিন মিউটেশন ঘটিয়ে নির্দিষ্ট ওষুধের কাজ করার ক্ষমতা কমিয়ে দিচ্ছে। ড্রাগ রেজিস্ট্যান্স তৈরি হচ্ছে।" ঠিক এই কারণেই প্রাথমিক ভাবে সুস্থ হয়ে ওঠা কোনও রোগীর শরীরে ক্যানসার ফিরে আসার নজির অসংখ্য। তা ছাড়া, মানব দেহের ভিতরে কী ঘটছে, তা বাইরে থেকে অদৃশ্য। ফলে টেলিকমিউনিকেশন বা অন্য যে কোনও ক্ষেত্রে যে গতিতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি এগোচ্ছে, তা ক্যানসারের ক্ষেত্রে অন্তত খাটে না। অরিন্দমের কথায়, "সময়ও একটা বড় বাধা। এক-একটা গবেষণায় ১০ থেকে ১৫ বছর লেগে যায়। একটি ওষুধ তৈরিতে ১০০ থেকে ২০০ কোটি ডলার ব্যয় হয়ে যায়। ব্যর্থ হলে ফের নতুন করে শুরু। অর্থও নষ্ট। এই কারণে ক্যানসারের ওষুধের দাম এত বেশি। তবে লড়াই চলবে।"

(চলবে)

আজকাল

Date: 02.11.2023

স্তন ক্যান্সার সচেতনতায় পদযাত্রা – আজকাল 2nd November 2023

স্তন ক্যান্সার সচেতনতায় পদযাত্রা

আজকালের প্রতিবেদন

স্তন ক্যান্সার নিরাময়ে দ্রুত শনাক্তকরণ ও চিকিৎসার ওপর জোর দিয়েছেন চিকিৎসকেরা। প্রতি বছর অক্টোবরে পালিত হয় 'স্তন ক্যান্সার সচেতনতামূলক মাস'। সেই উপলক্ষে রুবি জেনারেল হসপিটাল এবং রুবি ক্যান্সার কেয়ার অ্যান্ড রিসার্চ ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে একটি পদযাত্রার আয়োজন করা হয়। চিকিৎসক, নার্স, হাসপাতালের কর্মী, ক্যান্সারজয়ী, অভিনেতা, বিশিষ্ট ব্যক্তি মিলিয়ে ৩৫০ জনের বেশি মানুষ অংশ নিয়েছিলেন। চিকিৎসকেরা জানান, পশ্চিমবঙ্গে ফি-বছর ৮৫ হাজারের মতো নতুন করে ক্যান্সার রোগী চিহ্নিত হন। ৪০ হাজারের মতো ক্যান্সার আক্রান্তের মৃত্যু হয়। ফি-বছর রাজ্যে স্তন ক্যান্সারের ১৩ হাজারের মতো রোগী শনাক্ত হয়। বংশগত কারণ ছাড়াও ওবেসিটি, ধূমপান, মদ্যপান, দেরিতে গর্ভধারণের মতো প্রভৃতি কারণ জড়িত। গ্রামাঞ্চলের তুলনায় শহরাঞ্চলের মহিলাদের মধ্যে স্তন ক্যান্সারের প্রার্দুভাব দেখা দিচ্ছে। সচেতনতামূলক পদযাত্রায় চিকিৎসক ডি পি সমাদ্দার, সঞ্জয় রায়, সুদীপ্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, অনির্বাণ বসু, অপরূপা ঘোষ, তারকাদের মধ্যে ফাল্গুনি চ্যাটার্জি, শুভাশিস মুখার্জি, দেবলীনা দত্ত, চিত্রপরিচালক তপন দত্ত, অভিমন্যু মুখার্জি, সুদেষ্ণা রায়, সম্বরণ ব্যানার্জির মতো ক্রীড়াবিদ-সহ আরও একাধিক বিশিষ্ট ব্যক্তি শামিল হয়েছিলেন।

আনন্দবাজার পত্রিকা

Date: 02.11.2023

‘আর কত দিন ...’, ক্যান্সার চিকিৎসকেরা শুনতে চান না – আনন্দবাজার পত্রিকা, 2nd November 2023

‘আর কত দিন...’, ক্যানসার চিকিৎসকেরা শুনতে চান না

কেউ লড়ে চলেছেন গবেষণাগারে। রোগীকে মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরিয়ে আনার অদম্য জেদ দেখাচ্ছেন কেউ। কেউ প্রিয়জনের হাতে হাত রেখে ভরসা জোগাচ্ছেন। তাঁদের জন্য ‘ক্যানসার কেয়ারগিভার ডে’ পালন করা হল বুধবার

সহযোদ্ধা

সায়ন্তনী ভট্টাচার্য

বাবার ক্যানসার। চিকিৎসকের শরণাপন্ন তিন ছেলে। তাঁদের অনুরোধ, বাবাকে কিছু জানাবেন না। এই ধাক্কা তিনি নিতে পারবেন না। কিছু পরে বাবা এলেন। ছেলেদের ঘর থেকে বার করে দিয়ে দরজার ছিটকিনি তুলে দিলেন। তার পর গলা নামিয়ে বললেন, “আমার ছেলেরা বড্ড ছোট। আমার যে ক্যানসার, ওদের বলবেন না। জানলে কষ্ট পাবে।” স্মৃতির পাতা ঘেঁটে বলছিলেন ক্যানসার চিকিৎসক সুবীর গঙ্গোপাধ্যায়।

প্রায় ৪৫ বছর ধরে এ রোগের চিকিৎসা করছেন সুবীর। মৃত্যুর পাশাপাশি অনেক ‘জীবন’ও দেখেছেন। মুহূর্তের মধ্যে, মেডিক্যাল রিপোর্টের একফালি কাগজে লেখা কয়েকটা লাইনে পরিবারের মাথাকে বোঝা হয়ে যেতে দেখেছেন। যে বোঝা কবে ঘাড় থেকে নামবে, তার জন্য প্রশ্ন করতে শুনেছেন, “কত দিন?” আক্ষেপের সুরে বললেন, “আগে চুপচাপ শুনতাম। এখন খুব রাগ হয়। ক্যানসার হলেই পরিবারের লোক জিজ্ঞাসা করেন, কত দিন সময় আছে! কেন, ডায়াবিটিস হলে তো জানতে চান না।”

প্রবীণ চিকিৎসক নিজেই জানাচ্ছেন, এই প্রশ্নের পিছনে আর্থিক সঙ্গতি একটা বড় কারণ। কিন্তু তা-ও এমন প্রশ্ন কেন! হৃদরোগে আক্রান্ত হয়েও তো মানুষ মরে যেতে পারে। কিংবা স্রেফ পথ দুর্ঘটনা! কই, মানুষ রোজ তো নিজেকে এমন প্রশ্ন করেন না।

তবে প্রবীণ চিকিৎসকের ঝোলায় অনেক ভাল স্মৃতিও আছে। এক বার এক অল্পবয়সি মেয়ে এসে জানাল, তাঁর বাবার অবস্থা খুব খারাপ। মুম্বইয়ের হাসপাতাল জানিয়ে দিয়েছে, খুব বেশি হলে ১৫ দিন। তরুণীর ‘আপনি কিছু করুন’ অনুরোধ ফিরিয়ে দিতে পারেননি সুবীর। চেষ্টা করেছিলেন। আড়াই মাস পরে রোগী

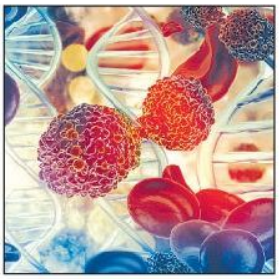

মারা যান। তরুণী পরে আসেন দেখা করতে। হাতে উপহার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বই। সুবীর বলেন, “কী আর করতে পারলাম। ১৫ দিনের বদলে আড়াই মাস।” মেয়ে বলে, “বাবা-মেয়ের এই যে বাঁধন... আরও কিছু দিন বাবাকে দিলেন।”

ক্যানসার চিকিৎসক মানে রোগী প্রথম যাঁর হাত ধরেন। ভরসা খোঁজেন। ঠিক ও দ্রুত চিকিৎসা পেলে অনেকেই ক্যানসারমুক্ত হয়ে ওঠেন। এমন নজিরও অনেক। ক্যানসার শল্যচিকিৎসক গৌতম মুখোপাধ্যায় যেমন বলছিলেন, তাঁর এক রোগীর গলায় ক্যানসার হয়েছিল। অস্ত্রোপচার করে স্বরযন্ত্র বাদ দিতে হয়। তার পর কৃত্রিম যন্ত্র বসানো হয়েছে। রোগী আবার কথা বলতে পারছেন।

গৌতম জানান, তাঁর অভিজ্ঞতায় তিনি দেখেছেন, পরিবারের লোক যা-ই ভাবুন, অনেক রোগীই সদর্থক ভাবেন। এই বিশ্বাস নিয়ে এগোন, চিকিৎসা চলছে, তিনি ঠিক হয়ে যাবেন। গৌতমের কথায়, “রোগীর সদর্থক ভাবনা অনেক সময়েই আমার মনের জোর বাড়িয়েছে।”

চিকিৎসকেরা জানাচ্ছেন, আর্থিক দিক থেকে দেখলে ক্যানসারের চিকিৎসা আগের থেকে অনেক বেশি আয়ত্তে এসেছে। নানা ধরনের বিমা এসেছে বাজারে। সরকারি সাহায্য প্রকল্প খরচের ভার পুরো না কমালেও কিছুটা কম করেছে। তবে গ্রামের মানুষ এ সব থেকে অনেক দূরে। শহরে আসার গাড়িভাড়াটাই দিনমজুর রোগীর পকেটে বাড়ন্ত। ক্যানসার চিকিৎসক সায়ন পালের কথায়, “গ্রাম তো ছেড়েই দিন, পশ্চিমবঙ্গের মফস্সল শহরগুলোতে পর্যন্ত কিছু নেই। ঠিক চিকিৎসার খোঁজে শহরে আসতে আসতে রোগ ছড়িয়ে যায় শরীর জুড়ে। কিন্তু ক্যানসার যদি প্রথম দিকেই ধরা পড়ে, অনেক সময় রোগী সুস্থ হয়ে ওঠেন।” তাঁর আক্ষেপ অন্যান্য বড় শহরের তুলনায়, কলকাতার হাসপাতালে ক্যানসার ডিপার্টমেন্ট খুব কম, হাতেগুণে পাঁচ-ছ’টা। সেখানে হায়দরাবাদে প্রায় ১৩টা ডিপার্টমেন্ট রয়েছে।

সায়ন আরও বলেন, “ক্যানসার চিকিৎসায় উন্নতি ঘটলেও সামাজিক ট্যাবু যায়নি। অনেক ক্যানসার রোগী সুস্থ হওয়ার পরে জানাতে চান না, তাঁর ক্যানসার হয়েছিল। যেন নিষিদ্ধ বিষয়, গোপন করে রাখেন। ফলে ভাল খবরগুলো অনেক সময়ই চাপা পড়ে থাকে।” এর কারণও হয়তো সেই সমাজ ও তার ভ্রান্ত ধারণা, যার সঙ্গে প্রথাগত শিক্ষার কোনও যোগ নেই। যেমন— সুস্থ হয়ে যাওয়ার পরে চাকরি চলে গিয়েছে যুবকের, কারণ তাঁর ক্যানসার হয়েছিল। কর্তৃপক্ষের ধারণা তাঁর আর স্বাভাবিক কর্মক্ষমতা নেই। কিংবা স্তন ক্যানসার থেকে সুস্থ হয়ে ওঠা স্ত্রীর পাশে আর শোন না স্বামী।

তবে বহু আক্ষেপের মধ্যেও হিরেমানিক থাকে। দশ-পনেরো বছর আগের কথা বলছিলেন সুবীর। তখন তিনি কলকাতার মেডিক্যাল কলেজের অঙ্কোলজি বিভাগের প্রধান। নদিয়ার গ্রাম থেকে মেডিক্যাল কলেজে এসেছিলেন এক ক্যানসার রোগী। হতদরিদ্র, পায়ে জুতো নেই, গায়ে ছেঁড়া জামা। পাশে দাঁড়িয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত বৌ। তাঁর একহাত ঘোমটায় অবশ্য সব ভয়ই সে দিন ঢাকা পড়েছিল। অনেক চেষ্টাতেও রোগীকে বাঁচানো যায়নি। এর কিছু পরে হাসপাতালে আসেন সেই মেয়ে। সেই এক হাত ঘোমটা। চেম্বারের বাইরে থেকে যখন উঁকি মেরেছিলেন, ওই ঘোমটা দেখে চিনতে পেরেছিলেন সুবীর। ভিতরে ডাকতে ঝোলা থেকে একটা লাউ বার করে টেবলে রাখেন। বলেছিলেন, “ও (বর) বলেছিল, ডাক্তারটা আমার জন্য অনেক করছে। এই চারা লাগাচ্ছি। ফল ধরলে প্রথম ফলটা ওঁকে দিস।”

(চলবে)

আনন্দবাজার পত্রিকা

Date: 03.11.2023

ক্যানসার বাসা বাঁধে মনেও, জরুরি কাউন্সেলিং – আনন্দবাজার পত্রিকা, 3rd November 2023

ক্যানসার বাসা বাঁধে মনেও, জরুরি কাউন্সেলিং

কেউ লড়ে চলেছেন গবেষণাগারে। রোগীকে মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরিয়ে আনার অদম্য জেদ দেখাচ্ছেন কেউ। কেউ প্রিয়জনের হাতে হাত রেখে ভরসা জোগাচ্ছেন। তাঁদের জন্য ‘ক্যানসার কেয়ারগিভার ডে’ পালন করা হল বুধবার

সহযোদ্ধা

সায়ন্তনী ভট্টাচার্য

বেশ কয়েক বছর আগের কথা। সংবাদপত্রে অসংখ্য খবরের ভিড়ে একফালি জায়গা করে নিয়েছিল ‘আত্মঘাতী যুবক’। নিজের ঘরে গলায় দড়ি দিয়েছিলেন তিনি। জানা যায়, কিছু দিন আগেই ক্যানসার ধরা পড়েছিল তাঁর। ছোটবেলায় খুব কাছের মানুষকে ওই অসুখেই মরতে দেখেছিলেন তিনি। শুধু মৃত্যু তো নয়, মধ্যবিত্ত পরিবারে অনটন দেখেছিলেন। একটু একটু করে আলো নিভে যেতে দেখেছিলেন। সেই অন্ধকারেই ফের ডুব দিতে হবে... এই বাস্তব মেনে নিতে পারেননি। তাই মরণ আসার আগেই নিজে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে গিয়েছিলেন।

ক্যানসার কোনও এক জনের লড়াই নয়। একটা গোটা পরিবারের কাছে জীবনের থেকে বড় সত্যি হয়ে ওঠা মৃত্যু। আর তার পর... এক অদ্ভুত শূন্যতা। একুশ বছরের এক তরুণী পড়াশোনা ছেড়ে মায়ের পাশে বসে রয়েছেন। মায়ের ক্যানসার। এক-এক সময়ে তিক্ততা গ্রাস করে। কেন তাঁর এমন অবস্থা। বন্ধুরা কলেজে যাচ্ছে, সিনেমা দেখতে যাচ্ছে, গেট টুগেদার করছে, তিনি যেন বিচ্ছিন্ন দ্বীপ, শুধু হাসপাতাল-রাইলস টিউব, ক্যাথিটার...। ওষুধের ‘দুর্গন্ধ’ যেন তাঁরই সারা শরীর জুড়ে। তার পর কখন যেন নিজের মনের গহীন অতলে ডুবে যান তিনি, “মা না আমার... আমি এমন ভাবছি।” অপরাধ বোধ গ্রাস করে।

এমন অসংখ্য মনে বাসা বাঁধে ‘ক্যানসার’। ক্যানসার-সাইকোলজিস্ট অরুণিমা দত্ত বলেন, “এ লড়াই অনেক রকম। বাচ্চাদের ক্যানসার হলে মায়েদের লড়াই ভিন্ন। নিশ্চিত মৃত্যু জেনেও চোখের জল লুকিয়ে রাখা, যেন কিছুই হয়নি...। সন্তান যেন টের না পায়।” বলছিলেন, “অজ গাঁ থেকে এক মা কিশোরী মেয়েকে নিয়ে এসেছেন শহরে। গ্রামের সবাই বলেছিল, এত করার কী আছে, সেই তো মরেই যাবে। মা সে সব শুনতে

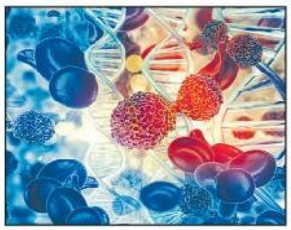

নারাজ। কেমোথেরাপি চলছে। চুল আঁচড়াতেই মেয়ের মাথা থেকে গোছা গোছা চুল উঠছে। পাড়াগাঁয়ের সেই মাকে দেখেছি, চুলগুলো লুকিয়ে রাখতে। মেয়ে যেন দেখতে না পায়।”

মনোবিদেরা জানাচ্ছেন, এমন ঘটনাও দেখা যায়, অন্তঃসত্ত্বা তরুণী। তাঁর বড় সন্তানটি ক্যানসার নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি। মা হয়েও অসুস্থ সন্তানের কাছে যেতে পারছেন না, কারণ ডাক্তারদের নিষেধ। উল্টো দিকে আর এক পরিবারে, মা-বাবা দু’জনেই অসুস্থ সন্তানের কাছে বসে। কিন্তু তাঁদের হয়তো আরও একটি সন্তান রয়েছে। সে হয়তো বা দাদু-ঠাকুমার কাছে। অনেকে আবার মামা-মাসির কাছেও পাঠিয়ে দেন। এক দিকে মা-বাবার সঙ্গ হারানো একাকিত্ব, অন্য দিকে তার ছোট্ট জীবনে বহু ‘অভাব’। ক্যানসারের চিকিৎসার খরচের ভারে ভাল জামাকাপড় কিনে দেওয়ার ক্ষমতা নেই বাবা-মায়ের। খেলনা নেই। বন্ধুদের মতো জন্মদিনের পার্টি নেই। সারা দিন জুড়ে ‘ভাল লাগে না’ মন, রাগ, জেদ।

কলেজ স্ট্রিট এলাকার বাসিন্দা অর্পিতা বসু মল্লিক বলছিলেন তাঁর মায়ের গল্প। ট্রিপল নেগেটিভ ব্রেস্ট ক্যানসার। স্তন ক্যানসারের মধ্যে সবচেয়ে খারাপ এটি, কোনও চিকিৎসাই কাজ দেয় না। তিনি জানালেন, অস্ত্রোপচার, কেমোথেরাপি, এ সব বাদ দিয়েও কত বার যে হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়েছিল মাকে, তার হিসেব নেই। ২০১১ সালে ধরা পড়েছিল ক্যানসার, ২০১৩-য় চলে যাওয়া। অর্পিতা বলেন, “শেষে মনে হত, এই কষ্ট আর দেখতে পারছি না। চলে যাক এ বার। চামচে করে মুখে খাবার দিয়ে দিলে সেটা যে চিবোতে হবে, তা-ও বুঝত না।” শেষ দিন পর্যন্ত মাকে যত্ন করে আগলে রেখেছিলেন অর্পিতা।

অন্য এক ভালবাসার গল্প বলছিলেন ক্যানসার চিকিৎসক সুবীর গঙ্গোপাধ্যায়। “একটি খ্রিস্টান মেয়ের প্রেমে পড়েছিলেন এক মুসলিম ছেলে। প্রেমিকার মারণরোগ। শেষের সেই দিন আসন্ন। ছেলে বলল, ওকে বিয়ে করব। বিয়ে করেছিল। মেয়েটি বাঁচেনি...।”

অরুণিমা বলেন, “যে কোনও ‘অ-সুখে’ দুঃখ চেপে না রেখে কথা বলাটা জরুরি। অনেক বাবা-মা সন্তানের থেকে লুকিয়ে রাখেন। এটা ঠিক নয়। ‘মায়ের শরীর খারাপ, বিরক্ত কোরো না’, এ কথা না বলে বাচ্চাকে বলুন, মায়ের মাথায় হাত বুলিয়ে দাও। তাতে তার শিশু-মন বোঝে, সে আলাদা নয়, সে-ও পরিবারের অংশ। উল্টো দিকে, কোনও রোগীকে হঠাৎ করে ‘তুমি এটা কোরো না, ওটা কোরো না’, এমন না বলে তাঁকে ছোট ছোট কাজের মধ্যে সংসারের সঙ্গে জুড়ে রাখা। এতে তিনি নিজেকে বোঝা মনে করবেন না।”

ক্যানসার চিকিৎসকদেরও পরামর্শ, কাউন্সেলিং করা জরুরি। রোগীর জন্যেও, রোগীর সেবা যাঁরা করছেন, তাঁদের জন্যেও। এমনই এক ঘটনা— খুব কাশি হয়েছিল। পাড়ার ডাক্তার দেখিয়েছিলেন প্রৌঢ়। এক্স-রে করাতে দেন তিনি। সামান্য সর্দিকাশিই তো, রিপোর্ট নিজে আনতে গিয়েছিলেন রোগী। এক্স-রে প্লেট দেখে নিজেই বুঝে গিয়েছিলেন, ক্যানসার বাসা বেঁধেছে বুকে। তাঁর মেয়ে জানাচ্ছেন, তিনি স্নানে ঢুকলে বাবা বাইরে দরজা ধরে দাঁড়িয়ে থাকতেন। মুখে শুধু একটাই কথা, “বাবি, আমার ভয় করছে।” বাবাকে হাত ধরে শুধু একটাই কথা বলে যেত মেয়ে, “আমি আছি। ভয় পেও না।” মনোবিদের পরামর্শ নিয়েছিলেন। তাতে অনেকটা উপকার হয়েছিল।

একটা বছর পরে শেষ দিন এগিয়ে এল। হাসপাতালের বিছানায় বাবা। মেয়ে তাঁর হাত ধরে ঠায় দাঁড়িয়ে। বাবা বললেন, “কাল আর কথা বলতে পারব না।” পরের দিনও হাত ধরে ছিল মেয়ে। বাবার চোখে জল। আর কথা বলা হয়নি। *(শেষ)*

আজকাল

Date: 08.11.2023

স্তন ক্যান্সার নিয়ে সচেতনতার র‍্যালি – আজকাল 8th November 2023

স্তন ক্যান্সার নিয়ে সচেতনতার র‍্যালি

আজকালের প্রতিবেদন

স্তন ক্যান্সার সম্পর্কে সচেতন করতে 'পিঙ্ক র‍্যালি' আয়োজন করল 'বেঙ্গল অবস্ট্রেট্রিক অ্যান্ড গাইনেকোলজিক্যাল সোসাইটি'(বিওজিএস)। কার র‍্যালিটি গোলাপি রঙের ব্যানার, পতাকা, বেলুন দিয়ে সাজানো হয়েছিল। ২৪টি গাড়িতে ছিলেন চিকিৎসকেরা এবং ১৫টি মোটরবাইকে অংশগ্রহণকারীরা র‍্যালিতে যোগ দেন। যাত্রা শুরু হল বিওজিএস অফিস থেকে। শেষ হয় নিউ টাউনের টাটা মেডিক্যাল সেন্টারে। সেখানে ক্যান্সার চিকিৎসকরা তাঁদের শুভেচ্ছা জানান। র‍্যালিতে ছিলেন বিওজিএস-এর প্রাক্তন সভাপতিরা এবং তরুণ সদস্যরা, ৪ জন ক্যান্সারজয়ী। এঁদের একজন ছিলেন বাংলাদেশের নাগরিক। তাঁরা জানালেন, কীভাবে তাঁরা এই মারণ ব্যাধি থেকে মুক্ত হয়েছেন। অনুষ্ঠানে গোলাপি বেলুন ওড়ানো হয়। বিওজিএস-এর সভাপতি ডঃ মৌসুমি দে ব্যানার্জি এবং সাম্মানিক সম্পাদক ডাঃ জয়িতা চক্রবর্তী উপস্থিত ছিলেন। টাটা মেডিক্যাল সেন্টারে চিকিৎসকদের মেমেন্টো দেওয়া হয়।

প্রতি বছর ভারতবর্ষে ৪ মিনিটে ১ জন মহিলা স্তন ক্যান্সারে আক্রান্ত হন। এর মধ্যে প্রতি ২ জনের একজন মারাও যান। সমীক্ষায় দেখা গেছে, ২০-৩০ বছর বয়সি মহিলারা এই অসুখে আক্রান্ত হচ্ছেন, যা খুবই চিন্তার বিষয়। চিকিৎসকরা বলছেন, সচেতনতা না থাকার কারণে অনেক সময় একেবারে শেষ ধাপে রোগীরা চিকিৎসকের কাছে আসেন। দেখা গেছে, শহরে বসবাসকারী মহিলাদের একটা বড় অংশ এই অসুখে আক্রান্ত হন। অনেক ক্ষেত্রে বলা হয়, এই ধরনের অসুখ বংশগত। কিন্তু দেখা যায়, তা মাত্রই ৫ থেকে ১০ শতাংশ। চিকিৎসকরা বলছেন, নিজেই নিজের স্তন পরীক্ষা করে সচেতন হোন। চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।

স্তন ক্যান্সার নিয়ে সচেতনতা বাড়াতে বিওজিএস-এর 'পিঙ্ক র‍্যালি'। টাটা মেডিক্যাল সেন্টারের সামনে।

আনন্দবাজার পত্রিকা

Date: 08.11.2023

ক্যানসার রোগীর পরিজনের মনের খোঁজ নিতে ক্লিনিক – আনন্দবাজার পত্রিকা 8th November 2023

ক্যানসার রোগীর পরিজনের মনের খোঁজ নিতে ক্লিনিক

নিজস্ব সংবাদদাতা

শুধু এক জন ক্যানসার রোগী নন, তাঁর পরিজনদের মানসিক অবস্থার দিকেও নজর রাখা অত্যন্ত জরুরি। এ বার তাই পরিজনদের জন্য নির্দিষ্ট ক্লিনিকের ব্যবস্থা করল মুকুন্দপুরের এক বেসরকারি হাসপাতাল। সপ্তাহে দু'দিন সেখানে রোগীর পরিজনদের কথা শুনবেন চিকিৎসকেরা। যে কোনও হাসপাতালের ক্যানসার রোগীদের পরিজনেরা ওই ক্লিনিকে বিনামূল্যে পরিষেবা পাবেন। মঙ্গলবার মেডিকা ক্যানসার ইনস্টিটিউট চালু করল সেই 'মনোবীণা' ক্লিনিকের।

হাসপাতালের সিনিয়র ক্যানসার চিকিৎসক সুবীর গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, "ক্যানসার আক্রান্তের মানসিক সমস্যার চিকিৎসার জন্য শহরের অনেক বেসরকারি হাসপাতালেই সাইকো-অঙ্কোলজি বিভাগ রয়েছে। কিন্তু বাড়িতে রোগীর প্রাথমিক পরিচর্যা যাঁরা করছেন, তাঁদের দিকেও নজর দেওয়া প্রয়োজন। কারণ, রোগের কথা সামনে এলে পরিজনেরা অসহায় হয়ে যান।" তিনি জানাচ্ছেন, রোগীকে কেন্দ্র করে তাঁর পরিজনদের মধ্যে উদ্বেগ তৈরি হয়। বিভিন্ন প্রশ্ন মনে আসে— যেমন, চিকিৎসার খরচ কত, রোগী কত দিন বাঁচবেন? রোগীকে কষ্ট-যন্ত্রণা সামনে থেকে পেতে দেখে তাঁদের মধ্যেও মানসিক অস্থিরতা তৈরি হয়। সে সব কাটাতে এগিয়ে আসতে হবে ক্যানসার চিকিৎসককেই।

এ দিন এই বিষয়ের উপরেই আলোচনা সভারও আয়োজন হয়েছিল। ওই ক্যানসার ইনস্টিটিউটের অধিকর্তা, চিকিৎসক সৌরভ দত্ত বলেন, "একটু অন্য রকমের চিন্তাভাবনা থেকেই পুরোপুরি রোগীর স্বার্থকে গুরুত্ব দিতে বদ্ধপরিকর আমরা। বাড়িতে প্যালিয়েটিভ কেয়ার ব্যবস্থা চালু করা, ক্যানসার স্ক্রিনিং শিবির করা, ক্যানসার আক্রান্তের সুস্থ হওয়ার পরে তাঁর চাকরির বন্দোবস্তের চেষ্টা করা হচ্ছে। এ সবেরই অঙ্গ হিসেবে মনোবীণাও চালু করা হল।"

सन्मार्ग
खबरें अनेक सच्चाई एक
sanmarg.in

Date: 08.11.2023

महिला बीड़ी श्रमिकों को रहता है सर्वाइकल कैंसर और गर्भपात का सबसे ज्यादा खतरा

मधुर चतुर्वेदी @sanmarg.in

कोलकाता : तम्बाकू से हर साल विश्व स्तर पर 80 लाख से अधिक लोगों की जान जाती है और प्रतिवर्ष करीब 22.97 करोड़ लोग विकलांगता के शिकार होते हैं। भारत में तम्बाकू से प्रति वर्ष 13.5 लाख मौतें होती हैं। कई देशों में जहां तम्बाकू का मुख्य रूप से इस्तेमाल सिगरेट में होता है वहीं, भारत में सिगरेट के अलावा बीड़ी भी आम तम्बाकू उत्पाद है। एक स्वदेशी धूम्रपान तम्बाकू उत्पाद, जहां तेंदू के पत्तों में तम्बाकू के टुकड़ों को लपेटकर और धागे से बांधकर से बनाया जाता है। करीब 85% बाजार हिस्सेदारी के साथ बीड़ी देश में सबसे अधिक धूम्रपान किया जाने वाला उत्पाद है।

स्वास्थ्य जोखिम के बावजूद बीड़ी उद्योग में महिलाओं की संख्या अधिक : बीड़ी बनाने का अधिकांश काम घरों की महिलाओं द्वारा किया जाता है। निकोटिन, टार, अधजली तंबाकू की धूल और अन्य जहरीले कण के संपर्क में आने से यह महिलाएं गंभीर बीमारियों के प्रकोप में आती हैं। देश में किए गए एक अध्ययन के अनुसार तम्बाकू का सेवन कभी न करने वालों की तुलना में बीड़ी धूम्रपान करने वालों की मृत्यु दर 64% अधिक है। वहीं लंबे समय तक अस्वास्थ्यकर कार्य वातावरण में काम करने के कारण बीड़ी श्रमिकों को कई स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ता है। बीड़ी श्रमिकों और उनके परिवारों के बीच आक्युपेशनल हेल्थ रिस्क एक बड़ी चिंता की वजह है। देश के करीब 49 लाख लोग बीड़ी उद्योग से जुड़े हैं। वहीं करीब 22 करोड़ आदिवासी समुदाय के लोग भी अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं। यह लोग मुख्य रूप से तेंदू पत्तों की तोड़ाई और बिक्री में करते हैं। बीड़ी तैयार करने वाले श्रमिकों को सुरक्षा के लिए मास्क और दस्ताने जैसे सुरक्षा गियर भी मुहैया नहीं कराए जाते हैं, जिसके कारण बीड़ी श्रमिक लंबे समय तक तंबाकू की धूल के संपर्क में रहते हैं।

मातृत्व क्षमता गंवाने के साथ कैंसर की संभावना भी: बीड़ी बनाने के दौरान बीड़ी श्रमिक और उनके परिवार हानिकारक पदार्थों के संपर्क में आते हैं, जिससे उनका स्वास्थ्य खतरे में पड़ जाता है। एक अध्ययन में पाया गया है कि महिला बीड़ी श्रमिकों की प्रजनन क्षमता में कमी, गर्भपात की बढ़ती आवृत्ति और सर्वाइकल कैंसर का खतरा होता है। अन्य महिलाओं की तुलना में गर्भवती बीड़ी श्रमिकों में एनीमिया और उच्च रक्तचाप की परेशानी होती है। कई मामलों में महिलाओं के नवजातों की मौत का भी भय होता है। वहीं महिला बीड़ी श्रमिकों के बच्चों का जन्म के समय से ही वजन काफी कम होता है। राज्य में बीड़ी बनाने वाली करीब 78.3 प्रतिशत महिला श्रमिक सिरदर्द, पीठ दर्द, गर्दन दर्द से पीड़ित पाई गईं, जबकि 28.3 प्रतिशत महिलाएं अस्थमा से पीड़ित थीं और 23.3 प्रतिशत महिलाओं में श्वसन संबंधी बीमारी पायी गयी। वहीं अध्ययन में पाया गया है कि करीब दो तिहाई महिला श्रमिकों का बीपी सामान्य से अधिक और 50 % से अधिक महिलाओं का वजन सामान्य से काफी कम था।

गर्भवती बीड़ी तैयार करने वाली महिलाओं में होने वाले स्वास्थ्य विकार
सर्वाइकल कैंसर
मासिक धर्म में अनियमितता
एनीमिया
प्रजनन दर में कमी
गर्भपात
गर्भावस्था प्रेरित उच्च रक्तचाप
भ्रूण के विकास में बाधा
जन्म के समय कम वजन वाले बच्चे

The Statesman

Date: 08.11.2023

Marathon marks National Cancer Awareness Day- The Statesman, 8th November 2023

Marathon marks National Cancer Awareness Day

STATESMAN NEWS SERVICE
NEW DELHI, 7 NOVEMBER

The Safdarjung Hospital here organised a marathon to mark National Cancer Awareness Day, on Tuesday.

The event aimed at raising public awareness about the importance of early detection, prevention, and treatment of cancer, witnessed a massive turnout of participants, who ran with zeal and enthusiasm to support the cause.

On the occasion, Dr Vandana Talwar, medical superintendent of Safdarjung Hospital, emphasised the significance of cancer awareness in our society.

The marathon witnessed tough competition as participants showcased their athletic abilities. The winners of the marathon were felicitated with medals and prizes as a token of appreciation for their efforts to raise awareness about cancer and promote a healthy lifestyle.

In addition to the marathon, pamphlets containing crucial information about cancer prevention, early detection, timely treatment and available resources were distributed among the participants and spectators.

The dissemination of educational materials aimed to empower individuals with knowledge, enabling them to make informed decisions regarding their health and well-being. Dr Kapil Suri, additional medical superintendent; Atul Singh, PRO; and Radha Rani Tiwari, Principal, College of Nursing also motivated the participants to contribute to the cause of cancer awareness.

THE TIMES OF INDIA

Date: 11.11.2023

59% of women detected with breast cancer after its spread – The Times of India, 11th November 2023

59% of women detected with breast cancer after its spread

Diagnosed At Localised Stage In Only 30% Of Indian Women

DurgeshNandan.Jha
@timesgroup.com

New Delhi: Only 30% women in India get diagnosed with breast cancer when the disease is still localised or, to put it simply, confined to the breast.

Most women (59%) get diagnosed when the disease has already spread outside the breast to nearby structures or lymph nodes.

Worse, there are still 11% of women who are diagnosed with cancer that has spread to distant parts of the body such as the lungs, liver or bones.

These are some of the findings of a new study published in the journal JAMA Oncology that quantifies for the first time the global partition of stage at diagnosis of breast cancer in women across 81 countries worldwide.

The study, a collaborative international effort that was led by the International Agency for Research on Cancer, investigated the stage at which more than 20 lakh women were diagnosed with breast cancer, over the past three decades and across different countries and world regions.

For India, the data from 28 population based cancer registries was included in the analysis coordinated by the ICMR-NCDIR, Bengaluru.

"Advanced stage of breast cancer was present in higher proportions in older age groups of women, than middle aged and young women," Dr Prashant Mathur, director of ICMR-NCDIR told **TOI**.

In comparison, less than 10% of the women with breast cancer in most of the countries in North America, Europe, and Oceania were diagnosed with distant metastatic disease. In sub-Saharan African countries, however, up to 30% women were diagnosed with late-stage distant metastatic tumours.

Breast cancer is the most common cancer type worldwide and the leading cause of death from cancer in women. Early detection and timely diagnosis increase the chances for curative treatment and lead to better survival outcomes, according to the IARC. Dr Abhishek Shankar, assistant professor, radiation oncology at AIIMS, the five-year survival rate for women diagnosed with breast cancer confined to breast (local disease) is 95-100 whereas for regional and distant metastatic disease it reduced to 80-85% and 25-30% respectively.

"Breast cancer starts with a lump in the breast and it can spread to other quadrants as the size of the lump increases. It can reach the regional axillary lymph node (small lumps of tissue) which is the first drainage area along with the other lymph nodes of the body. It can also spread to other organs like lung, liver, brain and bone through blood circulation," he explained.

Dr Harshad Joshi, senior gastroenterologist at Nanavati Max hospital said, "I recently saw a patient, a 58-year-old woman, who came with jaundice and ascites (accumulation of fluid in the abdomen), prima facie it looked like liver disease with complication. When we investigated further, we found the patient had a large breast mass with spread to liver. When we questioned about breast mass, she mentioned she ignored it feeling it's just some lump, even though there was blood discharge from breast - she just ignored it." He added that had the woman taken early steps, she was easily treatable and here now she's stage 4 breast cancer — amenable to only palliative care.

CAUSE OF CONCERN

Breast cancer (in a year)

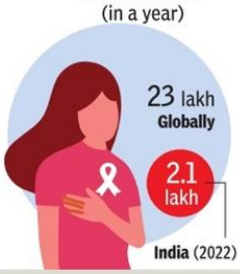

Stage at diagnosis in India

30% Local stage | 11% Distant metastatic or advanced stages

59% Regional stage, or when the cancer has spread to lymph nodes, tissues and organs nearby

Why is the stage at diagnosis important?

➤ Early diagnosis, when the cancer is still localised, can be curable. However, as cancer spreads to surrounding tissues and organs, it becomes difficult to manage and, therefore, raises the risk of associated morbidity and mortality

What needs to be done?

➤ Raise awareness about early detection of breast cancer in the community

➤ Women should be encouraged to have themselves screened at least 2 times in their lifetime under the National Programme on Noncommunicable Diseases

আজকাল

Date: 14.11.2023

ব্লাডার ক্যান্সার সচেতনতায় – আজকাল, 14th November 2023

ব্লাডার ক্যান্সার সচেতনতায়

আজকালের প্রতিবেদন

পশ্চিমবঙ্গে ব্লাডার ক্যান্সারে আক্রান্তের ঘটনা ক্রমশ বেড়েই চলেছে। এর পেছনে অনেকগুলি কারণকে চিকিৎসকেরা দায়ী করেছেন। যার মধ্যে পানীয় জলে আর্সেনিকের প্রভাব, অতিরিক্ত তামাকজাত দ্রব্য সেবন এবং প্রাথমিক উপসর্গ দেখা দেওয়া সত্ত্বেও গুরুত্ব না দেওয়া। এ ছাড়াও রাজ্যের বহু মানুষের ডাই কারখানায় কাজ করাও অন্যতম কারণ। ক্যান্সার সচেতনতা দিবসে এই সমস্যার সমাধানে চিকিৎসকেরা দৈনিক জীবনযাত্রায় পরিবর্তন এবং দ্রুত ক্যান্সার নির্ণয়ের ওপর জোর দিয়েছেন। কলকাতার অ্যাপোলো মাল্টি স্পেশ্যালিটি হাসপাতালের ইউরো অঙ্কোলজিস্ট ডাঃ তরুণ জিন্দাল বলেন, 'যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সমীক্ষায় দেখেছি, পশ্চিমবঙ্গে আর্সেনিকের মাত্রা উদ্বেগজনক। বিশেষ করে চিহ্নিত হয়নি এমন জলের উৎসগুলিতে আর্সেনিকের বিষক্রিয়া যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। এ ছাড়াও তামাকজাত দ্রব্য সেবন বাড়াচ্ছে ব্লাডার ক্যান্সার। কোনওরকম যন্ত্রণা ছাড়া প্রস্রাবের সঙ্গে রক্ত বেরোনোর মতো (হেমাচুরিয়া) ঘটনা হল প্রাথমিক লক্ষণ। তৎক্ষণাৎ রোগ নির্ণয় করে চিকিৎসা শুরু করলে ভাল ফল পাওয়া যায়। অস্ত্রোপচার ছাড়াও কেমোথেরাপি, ইমিউনোথেরাপি, রেডিয়েশন থেরাপি ছাড়াও রোবোটিক সার্জারি–সহ বিকল্প চিকিৎসা ব্যবস্থা রয়েছে।'

আজকাল

Date: 14.11.2023

ক্যান্সার কেয়ার গিভারদের জন্য – আজকাল, 14th November 2023

ক্যান্সার কেয়ার গিভারদের জন্য

আজকালের প্রতিবেদন

ক্যান্সার রোগীদের কেয়ার গিভারদের মানসিক স্বাস্থ্যের খেয়াল রাখতে মেডিকা হাসপাতালে শুরু হল মনোবিনা ক্লিনিক। এই ক্লিনিক ক্যান্সারের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে কেয়ার গিভার বা রোগী সহায়কদের খেয়াল রাখবে। জাতীয় ক্যান্সার সচেতনতা দিবস উপলক্ষে নতুন এই ক্লিনিকের উদ্বোধন করেন স্বাস্থ্য অধিকর্তা ডাঃ সিদ্ধার্থ নিয়োগী, অঙ্কোলজি বিভাগের অধিকর্তা ডাঃ সৌরভ দত্ত, রেডিয়েশন অঙ্কোলজিস্ট ডাঃ সুবীর গাঙ্গুলি, মেডিকা গ্রুপের যুগ্ম ম্যানেজিং অধিকর্তা ডাঃ অয়নাভ দেবগুপ্ত–সহ অন্যরা। ক্যান্সার আক্রান্ত পরিবার ও রোগীদের সহায়তা দেওয়ার ক্ষেত্রে এই ধরনের ক্লিনিকের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে বলে জানান চিকিৎসকেরা। কেয়ার গিভারদের গুরুত্ব নিয়ে একটি আলোচনাসভার আয়োজন করা হয়। অংশ নেন কলকাতা মেডিক্যাল কলেজের সাইক্রিয়াট্রি বিভাগের প্রধান ডাঃ গৌতম ব্যানার্জি, আয়কর দপ্তরের অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার শ্যামলকুমার দাস, সাইকো অঙ্কোলজিস্ট অরুণিমা দত্ত, মোটিভেশনাল স্পিকার অয়ন চৌধুরি, অভিনেতা শান্তিলাল মুখার্জি ও ঋতব্রত মুখার্জি প্রমুখ।

আনন্দবাজার পত্রিকা

Date: 15.11.2023

‘শিশুর ক্যানসার মানে সব শেষ নয়’ দরকার সময়ে চিকিৎসা’ – আনন্দবাজার পত্রিকা 15th November 2023

‘শিশুর ক্যানসার মানে সব শেষ নয়, দরকার সময়ে চিকিৎসা’

নীলোৎপল বিশ্বাস

■ **লড়াকু:** অনুষ্ঠানে শিশু ও তাদের অভিভাবকেরা। মঙ্গলবার, এসএসকেএম হাসপাতালে। *ছবি: দেশকল্যাণ চৌধুরী*

চিকিৎসা করিয়ে কী হবে? বেশি দিন তো বাঁচবে না! ক্যানসার আক্রান্ত ছ’মাসের মেয়েকে নিয়ে কলকাতার সরকারি হাসপাতালে ছোটাছুটি করার সময়েই শুনতে হত কথাগুলো। শহরতলির বাসিন্দা সেই দম্পতি তবু লড়াই ছাড়েননি। এক সময় রোগ হার মানে তাঁদের লড়াইয়ের কাছে। সেই মেয়ে এখন সুস্থ। উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা দিতে চলেছে। নাচ শিখছে। স্বপ্ন, নৃত্যশিল্পী হওয়ার। তবু প্রতিবেশীদের অনেকেই এখনও বলেন, অতীতের রোগের কথা জানলে তাকে নাকি কেউ বিয়েই করবে না! অর্থাৎ, লড়াই শুধু রোগের সঙ্গে নয়, রোগকে ঘিরে যে হাজারো সংস্কার, তার সঙ্গেও। চিকিৎসকদের বড় অংশই জানাচ্ছেন, অনেকেই লড়াই ছেড়ে দেন এই পরিস্থিতিতে। চিকিৎসা বন্ধ করে দেওয়া হয় মাঝপথেই। কিন্তু ঠিক সময়ে, ঠিক চিকিৎসা শুরু করা গেলে শিশুদের ক্যানসার সারতে পারে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই। কিন্তু এ নিয়ে কোনও সচেতনতা নেই অনেকেরই।

মঙ্গলবার শিশু দিবসে এই সচেতনতার প্রচারেই উদ্যোগী হয়েছিল ক্যানসার চিকিৎসা নিয়ে দীর্ঘদিন কাজ করা একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা। এসএসকেএম হাসপাতালের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে তাদের এই কর্মসূচি হয় হাসপাতালের প্রেক্ষাগৃহে। চিকিৎসক, বিশিষ্টজনদের পাশাপাশি ছিলেন ক্যানসার আক্রান্ত শিশু এবং তাদের অভিভাবকেরাও। এসএসকেএম হাসপাতালের অধিকর্তা মণিময় বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, “বাচ্চার অসুখ হলে তার প্রভাব শুধু বাচ্চার উপরেই আটকে থাকে না। প্রভাব পড়ে পরিবারের সকলের উপরে। এটা বুঝেই গত এক বছর ধরে আমরা নিরলস ভাবে কাজ করে চলেছি।”

এসএসকেএমের রেডিয়োথেরাপি ও অঙ্কোলজি বিভাগের প্রধান চিকিৎসক অলোক ঘোষদস্তিদার এর পরে জানান, এক বছর আগে শিশু দিবসেই এই হাসপাতালে পেডিয়াট্রিক অঙ্কোলজি পরিষেবা চালু হয়। পাশাপাশি, শিশুদের জন্য ‘ডে-কেয়ার’ কেমোথেরাপি সেন্টার চালু হয় এসএসকেএমের অ্যানেক্স ভবন কলকাতা পুলিশ হাসপাতালে। তিনি দাবি করেন, গত এক বছরে পেডিয়াট্রিক অঙ্কোলজির বহির্বিভাগে ২১৯৬ জন রোগীকে পরিষেবা দেওয়া হয়েছে। অন্তর্বিভাগে কেমোথেরাপি হয়েছে প্রতি মাসে ১০৮টি করে। ‘ডে-কেয়ার’ পরিষেবা পেয়েছেন প্রতি মাসে ৫৩ জন। অলোকের কথায়, “বিশ্বে ক্যানসার আক্রান্ত শিশুর সংখ্যা ক্রমশ বাড়ছে। কিন্তু ভারতের জনসংখ্যা এত বেশি যে প্রতি জনের হিসাবে ধরলে বিশ্বের মোট আক্রান্তের তুলনায় সেই সংখ্যাটা অনেক বেশি। কিন্তু আশার কথা, সময়ে এবং ঠিক চিকিৎসা হলে শিশুদের ক্যানসার অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নির্মূল করা যায়।”

এসএসকেএম হাসপাতালের প্যাথলজি বিভাগের চিকিৎসক মৌ দাস বলেন, “বাচ্চাদের ক্যানসারের বড় দিক থ্যালাসেমিয়া। এর মধ্যে বিটা থ্যালাসেমিয়া নিয়ে আলাদা সচেতনতা প্রয়োজন। এটি একটি জিনঘটিত রোগ। জিনের মিউটেশনের জন্য হয়। যে বাচ্চার এই রোগ হয়, তার শরীরে ভাল করে হিমোগ্লোবিন তৈরি হয় না। রক্তকোষগুলি নষ্ট হয়ে যেতে থাকে। শিশুকাল বা জন্মের পর থেকেই বাচ্চার রক্তাল্পতা দেখা দেয়। দেখা যাচ্ছে, আমাদের দেশের ৬.৫ শতাংশ মানুষই থ্যালাসেমিয়ার বাহক। ফলে রক্তপরীক্ষা করে সচেতন ভাবে এগোলে আর দ্রুত চিকিৎসা শুরু করা গেলে কিন্তু এই রোগকেও হারানো সম্ভব।”

উদ্যোক্তা সংগঠনের পক্ষে পার্থ সরকার বলেন, “সচেতন ভাবে এই পথ চলার ক্ষেত্রেই আমরা বাচ্চা ও তার পরিবারের পাশে আছি। মনে রাখতে হবে, ক্যানসার মানেই সব শেষ নয়। আমি বলব, কিছুই শেষ নয়। দরকার সময়ে চিকিৎসা।”

এই সময়
সংবাদপত্র

Date: 19.11.2023

ক্যান্সার রোগীর শেষ পোষ্টে 'মিরাকাল' – এইসময়, 19th November 2023

ক্যান্সার রোগীর শেষ পোস্টে 'মিরাকল'

বাইডেনের দেশে ১৪২ কোটি টাকার মেডিক্যাল ঋণ শোধ

নিউ ইয়র্ক: ২০১৯ সাল থেকে গর্ভাশয়ের ক্যান্সারে ভুগছিলেন তিনি। কিন্তু মুখের হাসি এক মুহূর্তের জন্য মোছেনি। স্বামী এবং ১৮ মাসের মেয়েকে নিয়ে জীবনের শেষ কয়েকটা দিন চেটেপুটে বেঁচে নিয়েছেন তিনি। শেষ পাঁচ মাস তিনি যখন ভার্জিনিয়ার হাসপাতালে, বন্ধু এবং পরিবার সারাক্ষণ ঘিরে থেকেছে তাঁকে। সময়টা যেন 'ম্যাজিকাল', এমনটাই মনে হয়েছে নিউ ইয়র্ক সিটির বুক পাবলিশার ক্যাসে ম্যাকইনটায়ারের। তবে, ক্যান্সার চিকিৎসার বিপুল খরচ নিয়ে তাঁকে মাথা ঘামাতে হয়নি বলেও মারণ রোগের মুখে দাঁড়িয়ে জীবনের শেষটুকু ইচ্ছেমতো বেঁচে নিতে পেরেছেন তিনি, তেমনটাই বিশ্বাস ছিল ক্যাসের। আর তাই মেডিক্যাল ঋণের বোঝামুক্ত, নির্ভার এমন জীবন আরও কিছু মানুষকে উপহার দিয়ে যেতে চেয়েছেন তিনি। মৃত্যুপথযাত্রী ক্যাসের সেই শেষ ইচ্ছাই হাসি ফুটেয়েছে কয়েক লক্ষ মানুষের মুখে। প্রায় ১.৭ কোটি ডলারের (প্রায় ১৪২ কোটি টাকা) মেডিক্যাল ঋণ মিটিয়ে দিয়েছেন তিনি! কিন্তু কী ভাবে? এখানেই 'ম্যাজিক' দেখিয়েছেন ক্যাসে।

৩৮ বছরের ক্যাসে সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি পোস্ট লিখে গিয়েছেন। লেখাটা তাঁর জীবদ্দশায় হলেও পোস্টটা যাতে তাঁর মৃত্যুর পরই হয়, সেটা নিশ্চিত করে গিয়েছিলেন ক্যাসে। ক্যান্সারের সঙ্গে যুদ্ধে হার মেনে গত রবিবার মৃত্যু হয়েছে তাঁর। আর তার পরই সোশ্যাল মিডিয়ায় ভেসে উঠেছে ক্যাসের লেখা, 'আপনারা যখন এটা পড়ছেন, ততক্ষণে আমি আর এই দুনিয়ায় নেই। আমার এই স্বল্প পরিসরের জীবনে সকলকে প্রাণভরে ভালোবেসেছি, ততটাই ভালোবাসা পেয়েছি...আমার এই ছোট্ট জীবনটাকে সেলিব্রেট করার জন্য অন্যদের মেডিক্যাল ঋণের বোঝা কিনে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি...মেডিক্যাল ঋণ কিনে সেটা মিটিয়ে দেব। উচ্চমানের চিকিৎসা পেয়েছি বলেই গর্ভাশয়ের চতুর্থ পর্যায়ের ক্যান্সারের মোকাবিলা করতে পেরেছি, আমি চাই অন্যরাও সেটা পান, মেডিক্যাল ঋণের বোঝার চিন্তা না করেই...'

এ ব্যাপারে 'রিপ মেডিক্যাল ডেবট' নামে একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সাহায্য পেয়েছেন ক্যাসে। তাদের সঙ্গে ক্যাসের যৌথ এই প্রচারে

এক সপ্তাহেই উঠেছে ১,৭০,০০০ ডলার, ভারতীয় মুদ্রায় ১.৪ কোটি টাকারও বেশি! 'রিপ মেডিক্যাল ডেবট' অর্গানাইজেশনটির ট্যাগলাইন হলো, কেউ এক পয়সা অনুদান দিলে তারা ১ ডলারের মেডিক্যাল ঋণ শোধ করতে পারবে। অর্থাৎ, ক্যাসের পোস্টে সংগৃহীত অর্থের সাহায্যে প্রায় ১৪২ কোটি টাকার মেডিক্যাল ঋণ শোধ করা সম্ভব!

হেলথ রিসার্চের রিপোর্ট বলছে, ইউএসের ৫০ শতাংশ মানুষের ৫০০ ডলারের বেশি মেডিক্যাল বিল মেটানোর ক্ষমতা নেই। আর তাই ১০ কোটিরও বেশি মার্কিন নাগরিক মেডিক্যাল ঋণের বোঝায় জর্জরিত। ক্যাসের মতো মানুষ সেই বোঝাকেই লাঘব করতে চেয়েছেন। আর তাই ক্যাসের স্বামীর পোস্ট, 'ক্যাসে, আমরা সকলে তোমাকে খুব ভালোবাসি। তুমি চলে যাওয়ার পরও আমাদের মধ্যেই আছো, সর্বত্র, সকলের হাসিতে ছড়িয়ে আছো তুমি...'

আজকাল

Date: 19.11.2023

ক্যান্সার -আক্রান্ত রোগীর জীবন দিল এসএসকেএম - আজকাল 19th November 2023

ক্যান্সার-আক্রান্ত রোগীর জীবন দিল এসএসকেএম

সাগরিকা দত্তচৌধুরি

স্তন ক্যান্সারে আক্রান্ত রোগীর টিউমার বাদ দিয়ে নতুন করে স্তন পুনর্গঠন করে রোগীকে নতুন জীবন দিলেন এসএসকেএম হাসপাতালের চিকিৎসকরা। জটিল, ঝুঁকিপূর্ণ দুটি অস্ত্রোপচার একদিনেই তিন বিভাগের ১৬ চিকিৎসকের দল মিলে টানা ৬ ঘণ্টা ধরে সফল করেন।

হুগলির চণ্ডীতলার বাসিন্দা বছর ৪৪-এর সুজাতা কোলে গত দেড় বছর ধরে বাঁদিকের স্তনের টিউমারের সমস্যায় কষ্ট পাচ্ছিলেন। বাঁদিকের বগলের নীচে লসিকাগ্রন্থি-সহ অনেকটা জায়গাজুড়ে ছড়িয়েছিল। বছর খানেকের মধ্যে টিউমারের আকার আরও বাড়তে থাকে। এসএসকেএম হাসপাতালের জেনারেল সার্জারিতে দেখান। বায়োপ্সিতে অ্যাডভান্সস্তরের ক্যান্সার ধরা পড়ায় রেডিওথেরাপি বিভাগের ওপিডিতে দেখানো শুরু করেন। সেখানে ৬ বার রোগীকে কেমো দেওয়া হয়। তারপর রোগীর একাধিক ডায়াগনোসিস করে অস্ত্রোপচারের জন্য প্রস্তুত করা হয়। প্লাস্টিক সার্জারি বিভাগের ওটিকক্ষে অস্ত্রোপচার হয়। জেনারেল সার্জারি ও প্লাস্টিক সার্জারি বিভাগ যৌথভাবে অস্ত্রোপচার করে। আর অ্যানাস্থেশিওলজিস্টরা ছিলেন।

প্লাস্টিক সার্জারির বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক অরিন্দম সরকার বলেন, 'এই ধরনের অস্ত্রোপচারে সাধারণত স্তন বাদ দেওয়া এবং রিকনস্ট্রাকশন বা স্তন পুনর্গঠনের অস্ত্রোপচার একইসঙ্গে বা একবারে করা হয় না। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই আলাদা আলাদা দিনে করা হয়। কিন্তু এক্ষেত্রে বিশেষত্ব হল রোগী সম্মতি দেওয়ায় একদিনেই দুটি ধাপে পুরো অস্ত্রোপচার করা হয়। টিউমারটা বাঁদিকের স্তন-সহ আশেপাশের টিস্যু, চামড়া, মাংসপেশি-সহ অনেকটা অংশে যেখানে ছড়িয়ে পড়েছিল, সেগুলি সবই অস্ত্রোপচারে বাদ দেওয়া হয়েছে। বগলের নীচের অংশের (লেভেল ওয়ান ও টু স্তরের) লিম্ফনোডগুলিও বাদ দিতে হয়।' পরের ধাপে অস্ত্রোপচারে রোগীর স্তন পুনরায় স্বাভাবিকের মতো গঠন করা হয়। পেটের নাভির নীচের অংশের থেকে চামড়া, মাংস নিয়ে ফ্ল্যাপ করে অর্থাৎ ঘুরিয়ে নিয়ে বুকের ফাঁকা অংশ পূরণ করা হয়। চিকিৎসার ভাষায় এটিকে টিআরএএম বা ট্রাম ফ্ল্যাপ বলে। পেটের একটা দিকের ১১ ইঞ্চি বাই ৭ ইঞ্চি অংশ পুরো তুলে ঘুরিয়ে বুকে বসিয়ে ফাঁকা জায়গা ভরাট ও স্তন পুনর্গঠন করেন চিকিৎসকরা। আর পেটের ফাঁকা অংশে মেশ বসিয়ে অ্যাবডোমিনোপ্লাস্টি অস্ত্রোপচার করে ভরাট করা হয়। চিকিৎসকরা বলেন, 'রোগী এখন ভাল আছেন। কিছুদিন বাদে ছুটি দেওয়া হবে। প্লাস্টিক সার্জারির রিকভারি আইটিইউ-তে রাখা হয়েছে।'

গোটা অস্ত্রোপচারের টিমে ছিলেন জেনারেল সার্জারি বিভাগের অধ্যাপক গৌতম দাস, ডাঃ আনোয়ার আলি মল্লিক, ডাঃ সুমন বিশ্বাস, ডাঃ অরিত্র রায়। প্লাস্টিক সার্জারি বিভাগের প্রধান ডাঃ অরিন্দম সরকার ছাড়া ছিলেন ডাঃ মনোরঞ্জন সৌ, ডাঃ তীবর ব্যানার্জি, ডাঃ অনির্বাণ বসু। এছাড়াও প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ষের পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ট্রেনি মিলিয়ে ছিলেন ডাঃ রাজীব কুমার, ডাঃ দত্তাত্রেয় হাজরা, ডাঃ সোমশুভ্র দত্তরায়, শুভম কেজরিওয়াল, উথ্রা থাম্বিরান। অ্যানাস্থেশিওলজিস্ট ছিলেন ডাঃ সুরজিৎ চ্যাটার্জি, ডাঃ চৈতি মাজি, ডাঃ বিশ্বজিৎ খাঁড়া।

সংবাদ প্রতিদিন

Date: 21.11.2023

এসএসকেএমে ক্যানসার জয়ীদের নিয়ে শিশুদিবস- সংবাদ প্রতিদিন, 21st November 2023

এসএসকেএমে ক্যানসার জয়ীদের নিয়ে শিশুদিবস

নেটওয়ার্ক

এসএসকেএমে একবছর আগেই পেডিয়াট্রিক অঙ্কোলজি বিভাগ চালু হয়। শিশুদের ডে কেয়ার, কেমোথেরাপিও চালু হয় এসএসকেএম হাসপাতালের অ্যানেক্স ভবন কলকাতা পুলিশ হাসপাতালে। এবার শিশু দিবস ১৪ নভেম্বর সেই হাসপাতালে হাজির হল একদল একরত্তি। সঙ্গে তাদের বাবা-মা পরিজন। কেউ গান গাইল, কেউ আবার নাচল। দুচোখ ভরে দেখলেন তাদের বাবা-মা। দেখলেন এসএসকেএম হাসপাতালের অধিকর্তা ডা. মণিময় বন্দ্যোপাধ্যায়, রেডিওথেরাপি ও অঙ্কোলজি বিভাগের প্রধান ডা.অলোক ঘোষদস্তিদার। একবছর আগে যখন চালু হয়েছিল অনেকের মুখে শোনা যেত সরকারি হাসপাতালে কতটুকু চিকিৎসা মিলবে? আবার কেউ ভাবতেন ক্যানসার হয়েছে, চিকিৎসা করে কতটুকু লাভ? কতদিনই বা আয়ু? সেই খুদেরা ভালো আছে। মঙ্গলবার শিশুদিবসে এই সচেতনতার প্রচারেই উদ্যোগী হয়েছিল এসএসকেএম হাসপাতাল। চিকিৎসক, সার্জন ও বিশিষ্টজনদের পাশাপাশি ক্যানসার আক্রান্ত শিশুদের পাশে নিয়ে হাসপাতালের অধিকর্তা ডা. মণিময় বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "বাড়ির ছোট ছেলেমেয়ের অসুখ করলে তার প্রভাব ছড়িয়ে পড়ে পরিবারের সবার মধ্যেই। এই কষ্টের লাঘব করতেই গত একবছর ধরে টানা কাজ করে চলেছি। আজ ওদের মধ্যে বিশ্বাস ফিরে এসেছে। তথ্য বলছে, গত একবছরে প্রায় ২ হাজার ১৯৬ জন রোগীকে চিকিৎসা করা হয়েছে। ফি মাসে ১০৮টি করে কেমোথেরাপি করা হয়।

The Statesman

Date: 22.11.2023

Lung cancer leading cause of cancer deaths- The Statesman, 22th November 2023

Lung cancer leading cause of cancer deaths

Lung cancer is the leading cause of cancer mortality in males in the western world and in India. It is one of the top 5 causes of cancer mortality in females as well. Naturally, there is a huge impact on resources of a family and a country due to lung cancer, says Dr Jyotirup Goswami, consultant-clinical oncologist with Karkinos Healthcare.

The main causes for lung cancer are cigarette smoking. Around 80 per cent of lung cancer deaths are attributable to smoking. Coal tar containing PAHs (Polycyclic Aromatic Hydrocarbons) is the chief carcinogen.

Air pollution is caused by fine particulate matter from various sources, e.g. mines, factories, motor vehicles, burnt farmland stubble, forest fires and construction sites. This consists of tiny airborne particles known as PM2.5 that are 2.5 micrometers in diameter or smaller

The International Agency for Research on Cancer (IARC) has classified outdoor air pollution as a Group 1 carcinogen. The Lancet Commission on pollution and health established that all forms of pollution cause 43 per cent of lung cancer deaths in the world. Air pollution alone causes up to 29 per cent of all lung cancer deaths.

Studies have shown a correlation between PM2.5 exposure and mutations in the epidermal growth factor receptor gene found in human cells that are common in about half of non-smokers with lung cancer. Sadly, 99 per cent of the world's population is exposed to polluted air.

November 2023

Newspaper Clips

Chittaranjan National Cancer Institute

CNCI Library